ক্যান্সার চিকিৎসায় বাংলাদেশে নতুন প্রযুক্তি

ক্যান্সার মানেই মৃত্যু; আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি সেই ধারণা খানিকটা বদলাতে পারলেও এখনো বিশ্বজুড়ে ২য় সর্বোচ্চ মৃত্যু ঘটে এই রোগেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব বলছে, শুধু ২০১৮ সালেই প্রায় ১ কোটি লোক মারা গিয়েছে ক্যান্সারে। অর্থাৎ প্রতি ছয়জনে একজন।

বাংলাদেশে ২০১৮ সালে নতুন করে কর্কটরোগে আক্রান্ত হন দেড় লাখের উপর মানুষ। আর মারা যান এক লাখের উপর। এর একটা বড় কারণ মনে করা হয় ক্যান্সার চিকিৎসায় বাংলাদেশের সীমাবদ্ধতা।

সীমিত আকারে কেমো আর রেডিও থেরাপির পাশাপাশি খুবই সম্প্রতি দেশের দু-একটি প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয় বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট। তবে এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থেকেই গেছে।
আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সেগুলো পরিচালনার যথাযথ পরিবেশ সবসময়ই বড় চ্যালেঞ্জ। এর মাঝেই বাংলাদেশের একটি বেসরকারি হাসপাতাল ক্যান্সার চিকিৎসায় প্রথমবারের মতো সংযোজন করেছে টোটাল বডি রেডিয়েশন বা টিবিআই।

এভারকেয়ার হাসপাতালের হেমাটোলজি ও স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ’র হাত ধরেই এর কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

ডা. আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ বলেন, এই পদ্ধতিতে কেমোথেরাপির পাশাপাশি যে রেডিয়েশনের প্রয়োজন হয় তা নরমাল রেডিয়েশন নয়, এটা হল টোটাল বডি রেডিয়েশন। রোগীর সারা শরীরে নির্দিষ্ট মাত্রায় রেডিয়েশন দেওয়া হয়। এটা যে আমরা প্রথম চালু করতে পেরেছি যার কারণে আমরা এখন অনেকগুলো রোগ যেগুলো আগে কেমোথেরাপি দিয়ে ঠিক করা যেত না। রেডিয়েশনটা দেওয়ার জন্য খুব হাইটেক মেশিনের প্রয়োজন হয়। এর জন্য বিশেষ একটা রুম থাকতে হবে। এই পদ্ধতিতে রোগীকে এমন রুমে রাখা হয় যেখানে যেকেউ ঢুকতে পারবে না। এই বিশেষ রুমে খাবার বা পানি সরবরাহের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিষেশ ব্যবস্থা।

টিবিআই প্রশস্ত করেছে দেশেই সব ধরণের বোন ম্যারো

ট্রান্সপ্ল্যান্টের পথ। সংক্ষেপে বিএমটি বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন দুভাবে হয়ে থাকে। একটা অটোলেগাস যেখানে রোগীর শরীরের এক অংশ থেকে স্টেমসেল নিয়ে আবার তার শরীরেই দেয়া হয়। অন্যটি অ্যালোজেনিক অর্থাৎ আরেকজনের শরীর থেকে।

তবে ক্যান্সার চিকিৎসায় সবশেষ যেটি যুক্ত হয়েছে তা হল হ্যাপলোট্রান্সপ্ল্যান্ট। বাংলাদেশে সম্প্রতি যেটার প্রথম সফল প্রতিস্থাপন হয়েছে ডা. আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ এর মাধ্যমেই।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

বাইডেনকে মোদির ফোন: কথা হল যেসব বিষয় নিয়ে

আগেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। তবে জো বাইডেনের সঙ্গে কথোপকথন হয়নি। অবশেষে নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপ সারলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনাভাইরাস মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন তারা।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ টুইটারে মোদি বলেন, “অভিনন্দন জানানোর জন্য নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। ইন্দো-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় জোর দিলাম। করোনাভাইরাস মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার মতো বিষয়ে দু’পক্ষের অগ্রাধিকার এবং উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করলাম।”

মোদি এবং বাইডেন আর কী কী বিষয়ে কথা বলেছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে ট্রাম্প-পরবর্তী মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে আলোচনা চালিয়ে যাবে ভারত, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মোদি। বরাবরই প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত-চীনের মতো দেশকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে গোঁসা করেছেন। এমনকী প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি হাতড়াতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রচারে ভারতকে ‘নোংরা’ বলেছিলেন ট্রাম্প। সেই সময়ও ভারতকে ‘বন্ধু’ হিসেবে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করেছিলেন বাইডেন। সেক্ষেত্রে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে আবারও আমেরিকার স্বাক্ষরের সম্ভাবনাও আছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

ভারত-মার্কিন পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাইডেনের ডেপুটি কমলা হ্যারিসকেও অভিনন্দন জানান মোদি। টুইটারে সে কথা জানিয়ে মোদি বলেন, “নব-নির্বাচিত মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকেও উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর কথা বলেছি। প্রাণবন্ত ভারতীয়-মার্কিন গোষ্ঠীর কাছে তার সাফল্য অত্যন্ত গর্বের এবং অনুপ্রেরণামূলক। যারা ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।” সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ভোটের ফল নিয়ে দ্বিমত, সাইবার সিকিউরিটির প্রধানকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

এবার মাকির্ন সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির (সিআইএসএ) প্রধান ক্রিস ক্রেবসকে বরখাস্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মঙ্গলবার রাতে ক্রেবসকে বরখাস্ত করেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, নির্বাচনের অখণ্ডতা নিয়ে ‘অত্যন্ত ভুল’ মন্তব্য করেছিলেন ক্রিস ক্রেবস। সে কারণেই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৩ নভেম্বরের সিআইএসএর পক্ষ থেকে নির্বাচনকে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের

ইতিহাসে সবচেয়ে সুরক্ষিত নির্বাচন’ বলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনে কোনো ভোট মুছে যাওয়া, বাতিল হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে বলা হয়েছিল।

সিআইএসএর পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি আসায় ক্ষুব্ধ হন ট্রাম্প। মঙ্গলবার রাতে ক্রেবসকে বহিষ্কারের কথা জানিয়ে ট্রাম্প আবার তার টুইট বার্তায় দাবি করেন, ভোটে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে।

গত ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকেই ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আসছেন ট্রাম্প। এই নির্বাচনে ৩০৬টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন বাইডেন। অপরদিকে ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২টি ভোট।

মার্কিন গণমাধ্যমগুলোতে এর মধ্যেই বাইডেনকে জয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু নিজের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ট্রাম্প। তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

সাবেক ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী আর নেই

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত, নবম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী আর নেই।

সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ শাখার পরিচালক মো. তারিক মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কিডনি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ বার্ধক্যজনিত সমস্যায় তিনি ভুগছিলেন বলে জানা গেছে। ২৯ অক্টোবর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

সাবেক ডেপুটি স্পিকার কর্নেল শওকত আলী শরীয়তপুর-২ আসন থেকে ৫

পাঁচবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক কন্যার জনক।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়েছিল, তাতে শওকত আলীকেও আসামি করা হয়। তিনি মুক্তিসংহতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ৭১ ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা।

আজ বাদ মাগরিব তাঁর নামাজে জানাযা বায়তুল মোকাররম মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে বিকাল সাড়ে ৩টায় শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার মরদেহ জাতীয় শহীদ মিনারে রাখা হবে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) সকাল ১০টায় সশস্ত্র বাহিনীর হেলিকপ্টারে মরদেহ শরীয়তপুর জেলার নড়িয়ায় নেয়া হবে।

সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য নড়িয়া শহীদ মিনারে রাখা হবে মরদেহ। বাদ জোহর নড়িয়া বি এল উচ্চ বিদ্যালয়ে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী।

এপ্রিলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অবৈধ মোবাইল ফোন

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী এপ্রিল মাসের পর আর কোনো অবৈধ হ্যান্ডসেটে মোবাইল সিম চালু হবে না। শুধুমাত্র বৈধভাবে আমদানি করা এবং দেশে বৈধভাবে উৎপাদিত সেট দিয়েই সিম চালু করা যাবে। এমনকি গত এক বছরে কেউ যদি অবৈধ হ্যান্ডসেট কিনে থাকেন তাহলে সেটিও বন্ধ হয়ে যাবে। নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিটিআরসির ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্ট্রারে (এনইআইআর) নিবন্ধিত সিম চালু হবে। বৈধ সেটগুলো বাজারে আসার আগেই এনইআইআরে নিবন্ধিত হবে। কোনো গ্রাহক মোবাইল সেট কিনতে গেলে সেটটির আইএমইআই নম্বর ফ্রি এসএমএসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নম্বরে পাঠিয়ে জানতে পারবেন সেটি বৈধ না অবৈধ।

না অবৈধ, তা জানা যাবে। মোবাইল ফোনের প্যাকেটের গায়ে আইএমইআই নম্বরটি থাকে। এর বাইরে *#০৬# ডায়াল করে আইএমইআই নম্বর জানা যায়।

বিদেশ থেকে আনা সেটের কী হবে : বিটিআরসি জানিয়েছে, এনইআরআই চালু হলেও মানুষ বিদেশ থেকে আসার সময় সেট নিয়ে আসতে পারবেন। তবে সেটার নিবন্ধন নিতে হবে। নিবন্ধনের জন্য ব্যবস্থা রাখবে বিটিআরসি। বিমানবন্দরে এ ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি বিটিআরসিতেও কেনার বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে নিবন্ধন করে নেওয়া যাবে। বিটিআরসির প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, এক জন মানুষ বছরে সর্বোচ্চ দুটি হ্যান্ডসেট বিদেশ থেকে আনতে পারবেন। এর বেশি আনলে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে।

সিনেমা জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সৌমিত্রের শূন্যতা পূরণ হবার নয়: ফখরুল

প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রবিবার বিকালে গণমাধ্যমে পাঠানো শোক বিবৃতিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি বলেন, ‘গুণী এই অভিনেতার অভিনয় দেখে দর্শকরা এতোটাই বিমুগ্ধ হতেন যে, তার অভিনয়কে বাস্তবতা-জ্ঞান করতেন। তিনি তার উত্তরসূরী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।’

‘এই কুশলী অভিনেতা ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন সহৃদয়, উদারচেতা ও বিনীত স্বভাবের অধিকারী’ উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, ‘বাংলা সিনেমা জগতে তিনি ছিলেন একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই অভিনয় শিল্পীর ইন্তেকালে উপমহাদেশে অভিনয় জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।’
উল্লেখ্য, রবিবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে কলকাতার বেলভিউ

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন প্রযোজক, গল্পকার, কবি, আবৃত্তিকার। মঞ্চেও দুর্দান্ত একজন অভিনেতা ছিলেন। পেশাজীবন শুরু করেছেন ভয়েস আর্টিস্ট হিসেবে। পরে সিনেমায় ডাক পান ১৯৫৯ সালে, অস্কারজয়ী পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ‘অপুর সংসার’ সিনেমার জন্য।

সে ছবি দিয়েই অভিনয় জগতে পা রাখেন। এরপর তিনি সত্যজিৎ রায়ের ২৭টি সিনেমার ১৪টিতে অভিনয় করেছেন। তার অভিনীত চরিত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ‘ফেলুদা’।

সত্যজিৎ ছাড়াও তিনি মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অজয় করের মতো কালজয়ী নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন।

তার নায়িকা হিসেবে দেখা গেছে সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন, মাধবী মুখার্জি, তনুজাসহ অনেক কিংবদন্তি অভিনেত্রীকে।

ভারত সরকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে ২০০৪ সালে ‘পদ্মভূষণ’ ও ২০১২ সালে ‘দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার’ দিয়ে সম্মানিত করেছে। এছাড়াও ২০১৭ সালে তিনি ফ্রান্স সরকার কর্তৃক ‘লিজিওন অব অনার’ লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একই বছর তাকে ‘বঙ্গবিভূষণ’ পুরস্কার প্রদান করে। ২০১৩ সালে এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির রেকর্ড

চলতি নভেম্বরে দেশে সর্বোচ্চ ২১৯ জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর আগে জানুয়ারিতে ১৯৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেপ্টেম্বরের

পর আক্রান্তের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও উল্টো বাড়ছে। অক্টোবরেও থেমে থেমে বৃষ্টির কারণে ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটেছে।

এর আগে, গত ফেব্রুয়ারিতে ৪৫ জন, মার্চ ২৭ জন, এপ্রিলে ২৫ জন, মে মাসে ১০ জন, জুনে ২০ জন, জুলাইয়ে ২৩ জন, আগস্টে ৬৮ জন, সেপ্টেম্বরে ৪৭ জন ও অক্টোবরে ১৬৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮৪৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৫৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

তিন লাখ টাকার কাজ শেষ মাত্র ১৬০ টাকায়!

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)-এর আওতাধীন ২৩০ কেভি কুমিল্লা (উ.) গ্রিড উপকেন্দ্রের ২২০ভি সিসি সিস্টেমের মাইক্রো কন্ট্রোলার বেজড, ব্যাটারি চার্জারটি নষ্ট হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ চার্জারটি মেরামতের জন্য প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু পিজিসিবির প্রকৌশলীরা মাত্র ১৬০ টাকায় এই যন্ত্রাংশটি পুরোপুরি মেরামত করে বিকল সিস্টেমকে দ্রুত আগের অবস্থায় নিয়ে যান।

বিদ্যুৎ, খনিজ ও জ্বালানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এই কাজের প্রশংসা করে গতকাল বলেন, পিজিসিবির প্রকৌশলীরা তাদের কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতা ও সততার দারুণ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এর ফলে যন্ত্রাংশটি দ্রুত মেরামত করার পাশাপাশি জনগণের টাকাও সাশ্রয় হয়েছে। এ জন্য তিনি প্রকৌশলীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পিজিসিবি কর্তৃপক্ষ জানান, কাজটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রকৌশলী মো. জসিম উদ্দিন, মো. শাহাবুদ্দিন, বেলাল হোসেন সরকার, এ কে এম রেজাউল করিম ও মো. রশিদ উদ্দিন।

এএসপিকে পিটিয়ে হত্যা; মৃত্যুর সময় নার্সদের ডাক্তার সাজিয়ে আনা হয়!

মাইন্ড এইড হাসপাতালে মানসিক চিকিৎসাসেবা নিতে আসা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আনিসুল করিমকে মারধরের পর পরীক্ষা করানোর জন্য ডাক্তার ডাকা হয়। ভাইরাল ভিডিওতে এমনটি বোঝা গেলেও বাস্তবে ভিন্ন গল্প। আসলে নার্সদের ডাক্তার সাজিয়ে সেখানে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের বাবুর্চি রুমা আক্তার।

তিনি বলেন, পুলিশ স্যার মারা যাওয়ার পরে তার আত্মীয়-স্বজনকে দেখানোর জন্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অক্সিজেনের সিলিন্ডার আনে। মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা দেখানোর জন্য অক্সিজেনে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) রাজধানীর আদাবর এলাকায় মাইন্ড এইড হাসপাতালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রুমা। হাসপাতালটিতে প্রায় দুই মাস কর্মরত আছেন বাবুর্চি রুমা আক্তার। তিনি বলেন, ভিডিওতে দেখছি পুলিশ স্যারের জ্ঞান ফেরানোর জন্য বুকে যারা চাপা দিয়ে চেষ্টা করছেন তারা কেউ ডাক্তার না। তারা প্রত্যেকেই নার্স। ওই সময় তিনজন নার্স ছিল, অপর্ণা কেকা ও সুমাইয়া।

বাবুর্চি রুমা বলেন, হাসপাতালের ভেতর কি হয় আমরা জানি না। সিসি ক্যামেরার ভিডিওতে যা দেখছি তা নিয়ে মিছা কথা বলবো না। শুনছি ওইদিন (সোমবার) একটা রোগী আসবে। ম্যানেজার স্যার রোগীকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে দোতলায় নিয়ে আসেন। ওই (সাউন্ড প্রুফ রুমে) রুমে যখন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন রোগী রুমে ঢুকতে চায় না। সিসি ক্যামেরার ভিডিওতে এমনটাই দেখছি। রোগীকে

টেনে-হেঁচড়ে ৬-৭ জন মিলে ওই রুমে নিয়ে যায়। আপনারাও তো সিসি ক্যামেরার ভিডিওতে দেখছেন।

রুমা বলেন, দুই-তিন জন মানুষ পুলিশ স্যারের বুকের ওপর বসে তার হাত-পা বানছে। বাঁধার পরে স্যার নিস্তেজ হয়ে গেলেন। এরপরে আমি গিয়ে আমার সঙ্গে রান্না করে ওই মেয়েটিকে বলি। মেয়েটাও এসে সিসি ক্যামেরার ভিডিওতে দেখলো। পরে আমরা হাসপাতলে রান্নাঘরে চলে আসি। হাসপাতালের স্টাফদের জন্য রান্না করতে থাকি। এর কিছুক্ষণ পরে শুনি স্যারে মারা গেছেন।

রুমা আরও বলেন, ধস্তাধস্তির মধ্যেই তিনি মারা গেছেন। পরে তার হাতে-পায়ে পানি দেওয়া হয়। লোক দেখানোর জন্য অক্সিজেন নিয়ে আসে হাসপাতালে। মরা মানুষকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে। পুলিশ স্যারের মারা যাওয়ার খবর তার ভাই-বোনেরা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারেনি। কিছুক্ষণ পরে জানতে পারে। অন্য রোগীদেরকে পুলিশ স্যারের মতো ধস্তাধস্তি আর মারতে কখনো দেখিনি। এমনটা কেন হলো আমি বলতে পারি না।

এ ঘটনায় পাবনা মানসিক হাসপাতালের মনরোগ বিশেষজ্ঞ মকবুল হোসেন পাশা বলেন, মানসিক চিকিৎসার নামে রোগীর সঙ্গে এ ধরনের ঘৃণ্য আচরণ কখনোই করতে পারেন না। মেন্টাল অ্যাক্ট এটাকে কোনোভাবেই সাপোর্ট করে না। মাইন্ড এইড হাসপাতাল যেটা করেছে এটা অত্যন্ত ঘৃণ্যতম কাজ।

উল্লেখ্য, সোমবার (০৯ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে আনিসুলকে মাইন্ড এইড হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালটিতে ভর্তির কিছুক্ষণ পরই কর্মচারীদের ধস্তাধস্তি ও মারধরে তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেন পরিবার।

ভিডিওটিতে দেখা যায়, হাসপাতালে ঢোকার পরপরই আনিসুল করিমকে ৬ থেকে ৭ জন টেনে-হেঁচড়ে একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরেন। হাসাপাতালের ব্যবস্থাপক আরিফ মাহমুদ তখন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথার দিকে থাকা দুইজন হাতের কনুই দিয়ে আনিসুল করিমকে আঘাত করছিলেন। এ সময় একটি কাপড়ের টুকরা দিয়ে আনিসুল করিমের হাত পেছনে বাঁধা হয়। চার মিনিট পর তাকে যখন উপুর করা হয়, তখনই ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন তিনি। এ ঘটনায় সোমবার রাতে প্রথমে ছয়জনকে আটক করে পুলিশ। পরে আরও একজনকে আটক করা হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের ৩৩ ব্যাচের ছাত্র আনিসুল করিম ৩১ বিসিএসে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। এক সন্তানের জনক আনিসুলের বাড়ি গাজীপুরে। সর্বশেষ আনিসুল করিম বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের সহকারী কমিশনারে দায়িত্বে ছিলেন।

সূত্র: বাংলানিউজ

এমপি পাপুলর শ্যালিকা ৫০০ কোটি টাকার মালিক!

দিনমজুর বাবার সংসারে তিনবেলা ঠিকমতো খাবার জুটত না। অর্থের অভাবে লেখাপড়াও হয়নি। সেই হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান জেসমিন প্রধান এখন বিত্তশালী। বাড়ি, গাড়ি, আলিশান ফ্ল্যাট-কী নেই তার। সাত বছরের ব্যবধানে তিনি ৫০০ কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন। শুধু তার পাঁচটি ব্যাংক হিসাবেই ১৪৮ কোটি ৪২ লাখ টাকার তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অথচ ২৩ বছর বয়সী জেসমিনের নিজস্ব কোনো আয়ের উৎস নেই।

দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুলের মানবপাচারের টাকায় শ্যালিকা জেসমিন প্রধান এখন সম্পদশালী। কুয়েতে মানবপাচারের হোতা পাপুল অর্থ ও মানবপাচারের মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ আড়াল করতে শ্যালিকার অ্যাকাউন্টে রাখেন। শুধু তা-ই নয়, অবৈধ পথে অর্জিত বিপুল অর্থ বৈধ হিসাবে দেখাতে শ্যালিকা জেসমিনের মালিকানায় ‘লিলাবালি’ নামের একটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন এমপি পাপুল। ওই প্রতিষ্ঠানের আড়ালে জেসমিন প্রধানের পাঁচটি ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে ২০১২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পাচার করা হয় ১৪৮ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকা হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধে এমপি পাপুল, তার স্ত্রী ও সন্তান এবং শ্যালিকার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুদক।

দুদকের তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, খুবই দরিদ্র পরিবারের